ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 057 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০৫৭ ● কলকাতা ● ১৫ ফাল্গুন , ১৪৩২ ● শনিবার ● ২৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

সম্পাদক পরিবারের উপর ধারাবাহিক অত্যাচার!

নিরাপত্তাহীনতায় মৃত্যুভয় – প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

রাজ্যে সাংবাদিক নিরাপত্তা নিয়ে ফের উদ্বেগজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক অভিযোগ, হামলার আশঙ্কা, জমি দখলের চেষ্টা ও প্রাণনাশের হুমকির পরও প্রশাসনের নীরব ভূমিকা ঘিরে তীব্র প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অভিযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছেন দৈনিক পত্রিকার সম্পাদক ও আন্তর্জাতিক সাংবাদিক সংগঠন সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের জাতীয় স্তরের নেতা সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদার এবং তাঁর পরিবার।

অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে সম্পাদক পরিবারের উপর মানসিক, সামাজিক ও আর্থিক চাপ সৃষ্টি করে তাঁদের কার্যত অনাহারের মুখে ঠেলে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। পৈতৃক সম্পত্তি দখলের উদ্দেশ্যে নকল নথি প্রস্তুত, প্রশাসনিক স্তরে বিভ্রান্তিকর তথ্য দাখিল এবং প্রভাবশালী মহলের মদতে একাধিক ষড়যন্ত্র সংগঠিত হচ্ছে বলে দাবি উঠেছে।

পরিবারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সম্ভাব্য হামলা ও সুপারি কিলারের হুমকির বিষয়ে পূর্বেই স্থানীয় পুলিশ প্রশাসনকে একাধিকবার লিখিতভাবে অবহিত করা হলেও অভিযোগ গ্রহণে অনীহা দেখানো হয়েছে। এমনকি সাধারণ ডায়েরি (GD) নথিভুক্ত করতেও অস্বীকৃতির অভিযোগ উঠেছে।

আরও গুরুতর অভিযোগ, ঘটনাগুলির প্রত্যক্ষ সাক্ষীদের প্রশাসনিক চাপ ও ভয় দেখিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে, যার ফলে তদন্ত প্রক্রিয়া প্রশ্নের মুখে পড়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে—আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী পূর্ব তথ্য থাকা সত্ত্বেও কেন প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না।

সার্ক জার্নালিস্ট ফোরামের পশ্চিমবঙ্গ ইউনিটের রাজ্য সভাপতি এমডি বশিরুল হক অভিযোগ করে বলেন,

"একজন সাংবাদিক ও সম্পাদক দীর্ঘদিন ধরে প্রাণনাশের আশঙ্কায় দিন কাটাচ্ছেন। প্রশাসন সব জানার পরও কার্যকর নিরাপত্তা না দেওয়া গণতান্ত্রিক কাঠামোর জন্য উদ্বেগজনক।"

সংগঠনের দাবি, সাংবাদিক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে কলকাতা হাইকোর্টের পূর্ববর্তী নির্দেশ ও পর্যবেক্ষণ থাকা সত্ত্বেও তা বাস্তবায়নে প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। প্রশ্ন উঠছে—যদি পরিস্থিতি এতটাই সংবেদনশীল হয়, তবে কেন সমগ্র অভিযোগগুলির নিরপেক্ষ তদন্ত সিআইডির হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে না।

সূত্রের খবর, বিষয়টি নিয়ে শীঘ্রই কলকাতা প্রেস ক্লাবে বিস্তারিত প্রেস ব্রিফিং করার প্রস্তুতি নিচ্ছে সাংবাদিক সংগঠন। পাশাপাশি সম্পাদক ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে বৃহত্তর গণআন্দোলনের ডাক দেওয়ার কথাও জানানো হয়েছে।

রাজনৈতিক মহল ও সাংবাদিক সমাজের একাংশের মতে,

"সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা রক্ষায় সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা রাষ্ট্রের সাংবিধানিক দায়িত্ব। কোনও সম্পাদক যদি ধারাবাহিক হুমকির মুখে থাকেন, তবে প্রশাসনের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক বার্তা বহন করে।"

এখন প্রশ্ন একটাই—

আগাম সতর্কবার্তা থাকা সত্ত্বেও যদি কোনও অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে, তার দায় নেবে কে?

পর্ব 216

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আর পরে সব পাখী তার কথা মেনে একত্রে দল বেঁধে আকাশে ঐ দিশাতে উড়ে গেল যেই দিকে অভিজ্ঞ পাখী নিয়ে যাচ্ছিল।"

গুরুদেব পরে বললেন যে কোন ভাষা শিখতে হলে প্রথমে তাকে অধ্যয়ন কর, ঐ ভাষার সঙ্গে আত্মিক সম্বন্ধ স্থাপন কর, তখনই কোন ভাষা শেখা যেতে পারে।

ক্রমশঃ

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগেই দুলে উঠল CEO দফতর, ভূমিকম্পে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। তার আগেই ভূমিকম্পে দুলে উঠল রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। থমকে গেল তালিকা তৈরির কাজ।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মত নথি যাচাইয়ের কাজ করছের ২৭৩ জন বিচারক। সেই কাজ কেমনভাবে হচ্ছে তা খতিয়ে দেখতে বৃহস্পতিবারই কলকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল রাজ্য ও কমিশনের প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন।সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে আজ, শনিবার ২৮ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিন। তার আগে আজ, শুক্রবার সকাল থেকেই রীতিমত তৎপরতা ছিল রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে। কিন্তু রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের আধিকারিকদের কাজ থমকে যায় দুপুর ১টা বেজে কুড়ি মিনিটে। কারণ ভূমিকম্পে দুলে ওঠে গোটা কলকাতায়। কম্পন অনুভূত হয় রাজ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরেও।

ভারতের ন্যাশানাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.৩। কেন্দ্রস্থল মাটির থেকে মাত্র ৯.৮ কিলোমিটার গভীরে। দুপুর ১টা ২২ মিনিটে কম্পন অনুভূত হয়। কম্পনের উৎস্থল খুলনা। টাকি থেকে মাত্রে মাত্র ২৬ কিলোমিটার দূরে। কম্পন অনুভূত হয় কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায়। যার মধ্যে রয়েছে ২ ২৪ পরনগা, হাওড়া ও হুগলিও। পশ্চিম মেদিনীপুর শহরেও আতঙ্ক ছড়ায়।

আজ ভূমিকম্পের কারণে দুলে ওঠে রাজ্যের নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর। সেই সময় কর্মীরা তড়িঘড়ি কাজ ফেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে আসেন। তাদের চোখে মুখে ছিল আতঙ্ক।

রাজ্যে চলা ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধনের পর কালই চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের দিন। সেই কারণে কাজের তৎপরতা ছিল বেশি। কিন্তু ভূমিকম্পের জন্যে সেই কাজে সাময়িক ছেদ পড়ে।

ভূমিকম্পের সময় অনেক আধিকেরিককেই বলতে শোনা যায় কাল ভোটার তালিকা প্রকাশ তার আগেই দুলে উঠল বঙ্গ। অনেকেই এবার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন এবার কী হবে ভোটে। যাইহোক পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে কাজে ফিরে যান আধিকারিকরা।

নির্বাচন কমিশন সূত্রের খবর, আগেই ৫৮ লক্ষ নাম বাদ গেছে ভোটার তালিকা থেকে। আগামিকাল ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম প্রকাশ করা হতে পারে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এসআইআর-এর কাজ যতদূর এগবে তার ভিত্তিতেই নাম প্রকাশ করা হবে।

ভোটারের তথ্য যাচাই ও নিষ্পত্তির জন্য বিচারকের কাছে পাঠান হয়েছে এমন ভোটারের সংখ্যা ৬০ লক্ষ ৬ হাজার ২৭৫। এদের মধ্যে যারা যোগ্য বলে বিবেচিত হবে তাদের তালিকা পরবর্তীকালে প্রকাশ করা হবে।

নির্বাচন কমিশনের খবর অনুযায়ী এসআইআর ঘোষনার সময় পশ্চিমবঙ্গে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার ছিল। পরবর্তীকালে ৫৮ লক্ষের নাম বাদ গিয়েছিল। খসড়া তালিকায় ভোটার সংখ্যা ছিল ৭ কোটি ৮ লক্ষ।

গ্রিন হাইড্রোজেন নিয়ে ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর যোগীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জাপানি প্রযুক্তির হাওয়া। সৌজন্যে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। টোকিও থেকে ইয়ামানাশি- জাপানের শিল্পমহলে কার্যত দাপিয়ে বেড়ালেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী। ফলও মিলল হাতেনাতে। পরিবেশবান্ধব 'গ্রিন হাইড্রোজেন' প্রযুক্তি নিয়ে ইয়ামানাশি প্রিফেকচারের সঙ্গে ঐতিহাসিক চুক্তি সই করল উত্তরপ্রদেশ সরকার।২৫ কোটির বাজার আর অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদের ডালি সাজিয়ে এদিন লগ্নিকারীদের আহ্বান জানান যোগী। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী সুরেশ কুমার খান্না, শিল্পোন্নয়ন মন্ত্রী নন্দ গোপাল গুপ্ত এবং জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত নগমা মালিক। গত ডিসেম্বরে ইয়ামানাশির গভর্নর কোতারো নাগাসাকি উত্তরপ্রদেশ সফরে এসেছিলেন। সেই বন্ধুত্বের হাত ধরেই এবার জাপানি বিনিয়োগের জোয়ার আসতে চলেছে যোগী-রাজ্যে। সব মিলিয়ে, ইয়ামানাশি আর উত্তরপ্রদেশের এই মেলবন্ধন ভারত-জাপান সম্পর্কে এক নতুন দিগন্ত খুলে দিল।লক্ষ্য একটাই, ২০২৭ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশকে আধুনিক প্রযুক্তির পীঠস্থান হিসেবে গড়ে তোলা।

বৃহস্পতিবার ইয়ামানাশিতে আয়োজিত 'ইউপি ইনভেস্টমেন্ট রোড শো'-তে লগ্নিকারীদের সামনে রাজ্যের খোলনলচে বদলে যাওয়ার খতিয়ান পেশ করেন যোগী। তিনি সাফ জানান,

এরপর ৩ পাতায়

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নতুন সভাপতি পার্থ কর্মকার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি বদল। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নয়া সভাপতি হলেন পার্থ কর্মকার। তিনি বর্তমানে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ডেপুটি সেক্রেটারি পদের দায়িত্বে রয়েছেন। শুক্রবার উচ্চ মাধ্যমিকের চতুর্থ সেমিস্টার পরীক্ষা শেষ হতেই নির্দেশিকা জারি রাজ্য স্কুল শিক্ষা দফতরের।উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা হয় মোট ৮২২টি মেইন ভেন্যু এবং ২,১০৩টি সাব ভেন্যুতে। সংসদের সামনে এবছর বড় চ্যালেঞ্জ ছিল তিন ধরনের পরীক্ষা একসঙ্গে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। গোটা প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নেই শেষ হয়েছে শুক্রবার। ৪০ হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা দায়িত্বে ছিলেন পরীক্ষা পরিচালনার। বিশেষ করে প্রথম দিনের পরীক্ষার সঙ্গে মাধ্যমিকের অপশনাল ইলেকটিভ পরীক্ষাও থাকায় শিক্ষক ব্যবস্থাপনায় বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছিল। উচ্চ মাধ্যমিকের তৃতীয় সেমিস্টার এমসিকিউ ভিত্তিক হলেও চতুর্থ সেমিস্টারের ব্যাখ্যামূলক উত্তর লিখতে হয়েছে।আগামী সোমবার থেকে দায়িত্ব নেবেন উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের নয়া সভাপতি। বর্তমান সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদে রয়েছেন। কী কারণে হঠাৎ বদল উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতিকে? শিক্ষামহলে জোর চর্চা শুরু হয়েছে এই বদল নিয়ে।

এবছরের উচ্চ মাধ্যমিক অন্যবারের তুলনায় কিছুটা ভিন্ন। প্রসঙ্গত, ২০২৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেমিস্টার পদ্ধতিতে শুরু হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক। পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের এতদিনের সভাপতি অধ্যাপক চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন, নতুন সেমেস্টার পদ্ধতিতে এই প্রথম উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে এত বড় পরিসরে পরীক্ষা পরিচালনা করা হচ্ছে।

গত ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে ২৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রাজ্য জুড়ে মোট তিন ধরনের পরীক্ষা হয়- Semester-IV, Semester-III Supplementary এবং পুরনো পদ্ধতির উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা। এই তিন ধরনের পরীক্ষার্থী মিলিয়ে এবছর মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ৭ লক্ষ ১০ হাজার ৮১১ জন। এর মধ্যে ছাত্রদের তুলনায় ছাত্রীদের সংখ্যা বেশি ছিল ৭৯,৩৪৭ জন। রাজ্যের ২৩টি জেলাতেই সংখ্যার নিরিখে এগিয়ে ছাত্রীরা।

(২ পাতার পর)

গ্রিন হাইড্রোজেন নিয়ে ঐতিহাসিক মউ স্বাক্ষর যোগীর

উত্তরপ্রদেশ এখন আর সমস্যার পরে ব্যবস্থা নেয় না। বরং সমস্যার আগেই সমাধান খুঁজে বের করে। এই 'প্রো-অ্যাক্টিভ' শাসনব্যবস্থাই এখন লগ্নিকারীদের প্রধান আকর্ষণ। একই সঙ্গে স্বস্তির জায়গাও বটে। গত ৯ বছরে রাজ্যের মাথাপিছু আয় যে তিন গুণ বেড়েছে, সে কথা মনে করিয়ে দিতে ভোলেননি তিনি।

এদিনের চুক্তির নির্যাস হল শিক্ষা ও প্রযুক্তি। উত্তরপ্রদেশের কারিগরি পড়ুয়ারা এবার সরাসরি জাপানে গিয়ে গ্রিন হাইড্রোজেন প্রযুক্তির পাঠ নেবেন। সেই জ্ঞান কাজে লাগানো হবে রাজ্যের শিল্প, গণপরিবহন এবং বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে। প্রধানমন্ত্রীর 'নেট জিরো' লক্ষ্যমাত্রা পূরণে এই পদক্ষেপ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি, রোবোটিক্স প্রযুক্তিতে জোর দিতে রাজ্যে 'সেন্টার অফ এক্সিলেন্স' গড়ার কথাও ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী।

প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্যের ভোটার তালিকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শনিবার প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্যের ভোটার তালিকা। কিন্তু এখনও 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'র আওতায় বহু নাম। জানা যাচ্ছে, এদের নথি পরীক্ষার কাজও বাকি রয়েছে! ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারকরা নথি পরীক্ষা করছেন। কাজ পাহাড় প্রমাণ, সময় অৎয়ন্ত কম, এই পরিস্থিতিতে জুডিশিয়াল অফিসারদের ঘাটতি মেটাতে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আনা হচ্ছে সিভিল জজদের।সেই সংক্রান্ত কোনও সমস্যা রয়েছে কিনা, নথি যাচাই ও নিষ্পত্তির কাজ কতদূর এগলো, সূত্রের খবর সেসব নিয়েই পর্যালোচনা করা হয় বৈঠকে। শনিবার ভোটার তালিকা প্রকাশের কথা। কিন্তু প্রক্রিয়া এখানেই থামছে না। sir প্রক্রিয়া চলতে থাকবে। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যে তালিকা বার হবে সেগুলি নিয়েই নির্বাচন হবে। শনিবার প্রকাশিত হতে চলেছে ভোটার তালিকা। কিন্তু এখনও 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'র আওতায় বহু নাম রয়েছে। তাদের নথি পরীক্ষা বাকি রয়েছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো তাই এই প্রক্রিয়া চলবে! শনিবার ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরও নাম যুক্ত হতে থাকবে! ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারকরা নথি পরীক্ষা করছেন! কিন্তু কাজ পাহাড় প্রমাণ, সময় অৎয়ন্ত কম!

এই পরিস্থিতিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জুডিশিয়াল অফিসারদের ঘাটতি মেটাতে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আনা হচ্ছে সিভিল জজদের। তাঁরাও 'SIR'-এর কাজ করবেন।

স্পেশাল রোল অবজার্ভার সুব্রত গুপ্ত বলছেন, 'মিটিং হল, ওঁরা বললেন ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা থেকে কিছু জজ আসতে পারেন। যদি জজেরা আসেন, তাদের জন্য সমস্ত ব্যবস্থা করা হবে। তাদের জন্য ইউজার ID তৈরি, প্রশিক্ষণ সমস্ত ব্যবস্থা আমরা করব। সংখ্যাটা বলেনি, ওই ২০০-র কাছাকাছি বলছেন, কিন্তু আসল সংখ্যা ওঁরা পাবেন।'

শনিবার ভোটার তালিকা প্রকাশ। সূত্রের খবর, সেই তালিকায় তিনটি ক্যাটিগরি থাকছে। অ্যাপ্রুভড, ডিলিটেড ও বিচারাধীন। নতুন ভোটাররা যুক্ত হলে দেওয়া হবে সাপ্লিমেন্টারি তালিকা। এরই মধ্যে এবার জুডিশিয়াল অফিসারদের ঘাটতি মেটাতে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আনা হচ্ছে সিভিল জজদের। শনিবার প্রকাশিত হতে চলেছে ভোটার তালিকা। কিন্তু এখনও 'লজিকাল ডিসক্রিপেন্সি'র আওতায় বহু নাম রয়েছে। তাদের নথি পরীক্ষা বাকি রয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো তাই এই প্রক্রিয়া চলবে! শনিবার ভোটার তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরও নাম যুক্ত হতে থাকবে! ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের বর্তমান ও প্রাক্তন বিচারকরা নথি পরীক্ষা করছেন!

কিন্তু কাজ পাহাড় প্রমাণ, সময় অৎয়ন্ত কম! এই পরিস্থিতিতে এবার সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে জুডিশিয়াল অফিসারদের ঘাটতি মেটাতে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশা থেকে আনা হচ্ছে সিভিল জজদের। তাঁরাও 'SIR'-এর কাজ করবেন।

প্রথমে ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটার ছিল সেখান থেকে ৫৮ লক্ষ বাদ দিয়ে ৭ কোটি ৮ লাখ হয়েছে। নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, শনিবার যে তালিকা প্রকাশ হচ্ছে,

এরপর ৪ পাতায়

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বিতর্কে তৃণমূল বিধায়ক

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। কিন্তু কেন্দ্রীয় বাহিনী মাটিতে পা রাখার আগেই ঝাঁটাপেটা করার হুঁশিয়ারি তৃণমূল বিধায়কের। কাঠগড়ায় বাসন্তীর তৃণমূল বিধায়ক শ্যামল মণ্ডল। তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্রীয় বাহিনী বাংলায় এলেই ঝাঁটাপেটা করবে মহিলারা। বিধায়কের কথায়, "আমাদের সাধারণ নাগরিককে ভয় দেখানোর জন্য, আতঙ্ক সৃষ্টি করবার জন্য, রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস তৈরি করার উদ্দেশ্যে, তার জন্যই এত আগে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে পাঠানো হল।কোন মহিলারা ঝাঁটাপেটা করবে? যাঁরা আরজি কর কাণ্ডের পর সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছিল, তাঁরাই?" উল্লেখ্য, আগামিকালই রাজ্যে আসছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। ৪৮০ কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী আগে রাজ্যে আসছে। ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে বীরভূমে আসছে ৭ কোম্পানি, পুরুলিয়ায় ৫ কোম্পানি, কলকাতায় ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১২ কোম্পানি, দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবনেই কেবল ৪ কোম্পানি বাহিনী, পূর্ব মেদিনীপুরে ১৪ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। বাকি প্রায় সব জেলাতেই ১০-এর নীচে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে। জানা যাচ্ছে, আপাতত ২৪০ কোম্পানি বাহিনী আসছে বাংলায়। এর পরের ধাপে আরও ৪০ কোম্পানি বাহিনী, তারপর আরও ২০০ কোম্পানি বাহিনী আসবে।যদি অন্যায়ভাবে কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ নাগরিকদের ওপর অত্যাচার করে, তাহলে গ্রাম বাংলার মেয়েরা ঝাঁটা হাতে প্রতিবাদ করবে, প্রয়োজন হলে ঝাঁটাপেটাও করবে। এখনও ভোট ঘোষণার অনেক দিন বাকি রয়েছে।" স্বাভাবিকভাবেই তৃণমূল বিধায়কের এহেন মন্তব্যে রাজনৈতিক পারদ চড়েছে। এই নিয়ে সুর চড়িয়েছে বিজেপি। বিজেপি নেতা সজল ঘোষ বলেন, "আসলে শ্যামল মণ্ডলদেরই মহিলাদের হাতে জুতো খাওয়ার সময় এসে গিয়েছে।

সম্পাদকীয়

ভূমিকম্পে ছড়াল আতঙ্ক

জোরাল ভূমিকম্প সুন্দরবনের বিস্তরণ এলাকা সহ কলকাতাতেও। কম্পন অনুভূত হল রাজ্যের একাধিক জেলায়ও। কোথাও বাড়িতে ফাটল ধরল। রাস্তায় বেরিয়ে এলেন সাধারণ মানুষ। আতঙ্কে স্কুলের পড়ুয়াদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে গেল। শুক্রবার দুপুরে আতঙ্কের ছবি ধরা পড়ল রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে। দেখা যাক, কোথায় কী হল। এদিন দুপুর ১টা ২২ মিনিট নাগাদ ভূমিকম্প অনুভূত হয়।আতঙ্কে ক্যানিং মহকুমাশাসকের দফতরের কর্মীরা বাইরে বেরিয়ে আসেন। এক কর্মী বলেন, "আমার মাথা ঘুরছিল। আমি ভাবলাম শরীর খারাপ। তারপরই দেখি, সবাই হুড়োহুড়ি করছে। তারপর তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে আসি।" আবার সুন্দরবন এলাকার বিভিন্ন স্কুল থেকে মাঠে বেরিয়ে আসে পড়ুয়ারা। পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলিতেও ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ডানকুনি পৌরসভার কর্মচারীরা ভয়ে অফিসের বাইরে বেরিয়ে আসেন।রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৫.৫। প্রায় ৪৫ সেকেন্ডের বেশি স্থায়ী ছিল কম্পন। যদিও এই ভূমিকম্পের উৎসস্থল বাংলাদেশের সাতক্ষীরা। তবে কলকাতা-সহ পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় তীব্র কম্পন অনুভূত হয়। আতঙ্কে ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসেন বহু মানুষ।

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জের বরুণহাট রামেশ্বরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের একটি ভিডিয়ো সামনে এসেছে। যেখানে দেখা যায়, ভূমিকম্পের জেরে গ্রাম পঞ্চায়েত ছেড়ে দৌড়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন কর্মচারীরা। ভূমিকম্পের জেরে হিঙ্গলগঞ্জেরই বাঁকড়া ডোবর প্রাথমিক স্কুলে পড়ুয়াদের মধ্যে হুলস্থূল পড়ে যায়। আতঙ্কে স্কুলের বাইরে বেরিয়ে আসে পড়ুয়ারা।

আবার একটি বাড়িতে ফাটল ধরে যায়। বাঁকড়া ডোবর প্রাথমিকের স্কুলের এক পড়ুয়া বলেন, "ভূমিকম্প হতে স্কুল কেঁপে ওঠে। আমরা ভয় পাই। তখন আমাদের বাইরে আনা হয়।" ভূমিকম্পের জেরে আতঙ্ক ছড়ায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার একাধিক জায়গায়।

মা সারদা সবার অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা দেবী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একত্রিশতম পর্ব)

ঘটানো হয়েছে।ঠাকুর বলতেন, 'ছিপ ফেলে বসলে কি রোজই রুই মাছ পড়ে? অনেক মাল-মশলা নিয়ে একাগ্র হয়ে বসলে কোন দিন বা একটা এসে পড়ল, কোন দিন বা নাই পড়ল, তাই বলে বসা ছেড়ো না। জপ বাড়িয়ে দাও।'

তবে মায়ের অপার মাতৃস্নেহে কত জন কত ভাবে ধন্য হয়েছিলেন তার অজস্র ঘটনা ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি বিপথগামী সেই ভয়ঙ্কর ডাকাতের কথা। অন্ধকার বিপদসঙ্কুল পথে মা হেঁটে চলেছেন হঠাৎ সেই ডাকাত তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

প্রকাশিত হতে চলেছে রাজ্যের ভোটার তালিকা

৭ কোটি ৮ লাখেরই নাম থাকছে। তার মধ্যে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করা থাকছে। যাঁদের নাম ভোটার হিসাবে ছাড়পত্র পেয়েছে, তাঁদের নামের পাশে লেখা থাকবে Approved... যাদের নাম বাদ যাচ্ছে, তাদের নামের পাশে ডিলিটেড লেখা থাকবে। আর যাঁরা এখন এই প্রায় ৬০ লক্ষ, যাদের নথি জুডিশিয়াল অফিসাররা চেক করছেন, তাদের নামের পাশে Under অ্যাজুডিকেশন লেখা থাকবে। এছাড়া, যারা নতুন ভোটার হিসেবে জয়েন করছেন, তাদের একটা পৃথক তালিকা সাপ্লিমেন্টারি হিসাবে ঢুকে যাবে এই তালিকার সঙ্গে।

মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলছেন, 'যেটা খসড়া তালিকা ছিল ওই ফর্ম্যাটে থাকবে শুধু যত কেস বিচারাধীন আছে সেখানে লেখা হবে 'আন্ডার অ্যাজুডিকেশন' । যত কেস ডিলিট হয়ে গেছে, ওটা লেখা হবে 'ডিলিটেড'। বাকি সব একই থাকবে।'এই প্রেক্ষাপটে বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টে ফের মুখ্যসচিব, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক, রাজ্য পুলিশের ডিজি-সহ একাধিক উচ্চ পদস্থ কর্তাকে নিয়ে বৈঠকে বসলেন প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল। কাজ শুরুর প্রথম দিন কোথাও লগ ইন করতে সমস্যা আবার কোথাও কর্মপদ্ধতি নিয়ে সমস্যার মুখে পড়েছিলেন জুডিশিয়াল অফিসাররা।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

আমি জে-ইউন শিনের বই থেকে মহাভারতের শল্যপর্বের প্রাসঙ্গিক অংশটুকুর ইংরেজি অনুবাদ উদ্ধৃত করছিঃ "Of charming and delightful features, they are beautiful like apsaras.

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অবশেষে বেলডাঙা মামলায় কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে NIA

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বেলডাঙা মামলায় রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছিল NIA। জল গড়ায় আদালতে। মামলা মোকদ্দমার পর অবশেষে কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে NIA। হাইকোর্টের নির্দেশের পর শুক্রবার কেস ডায়েরি আদালতেই হস্তান্তর করতে চায় বেলডাঙ্গা থানা। কিন্তু আদালত থেকেই নথি হাতে নিতে আপত্তি জানান NIA আধিকারিকরা।সেই ষড়যন্ত্রের জাল কতদূর বিস্তৃত, তা নির্ধারণ করতে চাইছেন তদন্তকারীরা। কিন্তু এই মামলায় প্রথম থেকেই রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ তুলেছেন NIA আধিকারিকরা। এমনকি অভিযুক্তদের আদালতে পেশের সময়ে পুলিশি এসকর্ট না পাওয়ারও অভিযোগ ওঠে। অবশেষে আদালতের নির্দেশে কেস ডায়েরি হাতে পেতে চলেছে NIA।আদালতের নির্দেশ, আজই NIA দফতরে গিয়ে নথি জমা দিতে হবে। পাশাপাশি, বেলডাঙা মামলায় অবশেষে ৭ অভিযুক্তকে হেফাজতে পেয়েছে NIA। প্রসঙ্গত, পরিযায়ী শ্রমিকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়েছিল বেলডাঙায়। ঘটনায় অভিযুক্ত প্রায় ৩৬ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

সেই ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে এনআইএ। বেলডাঙার অশান্তির ঘটনা নিয়ে কলকাতা হাই কোর্টে জনস্বার্থ মামলা হয়। তার মধ্যে একটি মামলা করেছিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও। সেই মামলায় হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চ জানায়, কেন্দ্রীয় সরকার যদি চায়, তবে এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করাতে পারে।

একই সঙ্গে রাজ্যকে বলেছিল, প্রয়োজনে কেন্দ্রের থেকে আরও কেন্দ্রীয় বাহিনী চাইতে পারে তারা। হাই কোর্টের সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ জানায়, তারা এনআইএ তদন্তে হস্তক্ষেপ করবে না। তদন্তে নেমে NIA আধিকারিকরা মনে করেন, কেবল স্থানীয় আবেগ নয়, পরিকল্পিতভাবে ডিজিটাল উসকানি ছড়িয়েই অশান্তির আগুন জ্বালানো হয়েছিল।

বৈধ ভোটার বাদ গেলেই হবে তীব্র বিক্ষোভ', দেরিতে ঘুম ভেঙে মমতার পথেই সেলিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। আর তার আগে বাংলা জুড়ে চলছে এসআইআর পর্ব। যার জেরে বাংলার মানুষজনকে চরম হয়রানি ও হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে। ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম থাকা মানুষজনের নামও বাদ পড়ে বলে অভিযোগ। একের পর এক শুনানিতে নাজেহাল হতে হয় বাংলার মানুষজনকে। এই এসআইআর করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছে বলে অভিযোগ তোলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।এছাড়া নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপিকেও তুলোধনা করেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক। তবে এখন অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। মানুষের হৃদয়ে এখন জায়গা পাওয়া কঠিন বলে মনে করছেন অনেকে। যদিও মহম্মদ সেলিমের কথায়, 'আমরা চাই গণতন্ত্রের প্রসার। মানুষের অধিকার রক্ষা, সংবিধান রক্ষা। গণতন্ত্র সংকুচিত হলে মানবিক অধিকার সংকুচিত হয়। কাজের অধিকার, শ্রমের মূল্য, শিক্ষা স্বাস্থ্যর অধিকার সংকুচিত হয়। মত প্রকাশের অধিকার, স্বাধীনভাবে ধর্মাচারনের অধিকারও সংকুচিত হয়। বিজেপি বিরোধী সমস্ত শক্তিকে একজোট করে লড়াই সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। নির্বাচন সামনে। বিজেপির বড় বড় হোডিং দেখতে পাবেন। তবে বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে আমরা বিক্ষোভ চরমে তুলব।'এমনকী বৈধ ভোটারের নাম যাতে বাদ না যায় তার জন্য ছুটে যান সুপ্রিম কোর্টে। তারপরই আদালতের তত্ত্বাবধানে চলছে তালিকা তৈরি। এবার দেরিতে ঘুম ভাঙল সিপিএমের। আর বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলে তারা পথে নামবে বলে হুঁশিয়ারি দিলেন মহম্মদ সেলিম।

এদিকে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুরুতে যখন সবার আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সরব হয়েছিলেন তখন বিরোধিতা করে ছিল সিপিএম। এবার সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক এতদিন পর সেই মুখ্যমন্ত্রীর দেখানো পথেই হাঁটলেন। এই ইস্যু নিয়ে মহম্মদ সেলিম বলেন, 'রাজ্যের লক্ষ লক্ষ মানুষকে গত দুই আড়াই মাস লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন প্রস্তুতি না নিয়েই এসআইআরের নাম করে নির্যাতন চালিয়েছে। ওরা অসমের মতো পিছনের দরজা দিয়ে এনআরসি করার মতলবে থাকলে তা আমরা করতে দেবো না।' এতদিন এই কথাগুলি শোনা গিয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায়। এখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনগণের কাছে কব্জে পেতে সেলিমও একই কথা বললেন।

অন্যদিকে রাত পোহালেই চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। তার আগে মহম্মদ সেলিমের এমন অবস্থান রাজ্য-রাজনীতিতে চর্চা শুরু হয়েছে। এসআইআর ইস্যু নিয়ে মহম্মদ সেলিমের বক্তব্য, 'একজনও প্রকৃত ভোটার বাদ গেলে ঘোরতর বিক্ষোভ হবে। এতে সমস্ত শক্তিকে এক হয়ে প্রতিবাদ প্রতিরোধে মুখর হতে হবে।' তার উপর বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট এখনও প্রকাশ হয়নি। তার আগেই রাজ্যে বিপুল পরিমাণ কেন্দ্রীয় বাহিনী আসছে। এই বিষয়ে সেলিমের প্রতিক্রিয়া, 'আসলে দক্ষিণপন্থার উত্থান হলে ফ্যাসিবাদ মাথা চাড়া দেয়। সেই বৈশিষ্ট্য হাজির হয়েছে দেশে। বিজেপির রাজত্বে গণতন্ত্র সংকুচিত হয়েছে। জরুরি অবস্থায় গণতন্ত্রর সঙ্গে মানুষের অধিকার সংকুচিত হয়েছিল।'

তারেকের দুই ঝাঁকুনিতে 'ত্রাহি-ত্রাহি রব' বাংলাদেশ সেনায় থাকা পাক এজেন্টদের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

প্রধানমন্ত্রীর কুর্সিতে বসার পরেই প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের প্রধান হিসাবে বাংলাদেশ সেনায় দুটি ঝাঁকুনি দিয়েছেন তারেক রহমান। আর তাতেই কার্যত বাংলাদেশ সেনায় থাকা পাকিস্তানি এজেন্ট তথা জামায়াতের ঘনিষ্ঠ সেনা আধিকারিকদের মধ্যে 'ত্রাহি-ত্রাহি' রব পড়ে গিয়েছে।নতুন কিউএমজি শাহীনুল হক এক সময় সেনা সদরের চিফ অফ জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) এবং সেনা সদর দপ্তরের (এএইচকিউ) মাস্টার-জেনারেল অব দ্য অর্ডন্যান্স (এমজিও) হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০তম বিএমএ লং কোর্সের মাধ্যমে কমিশন পাওয়া শাহীনুল চট্টগ্রামের ২৪তম পদাতিক ডিভিশন এবং সাভারের নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ছিলেন এক সময়। অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা মেজর জেনারেল হাকিমুজ্জামানকে মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কমান্ড্যান্ট পদে পাঠানো হয়েছে। টাঙ্গাইলের ঘাটাইলে ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি মেজর জেনারেল হোসাইন আল মোরশেদ সেনাবাহিনীর নতুন অ্যাডজুট্যান্ট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন। তিনি এক সময় এনএসআইয়ের মহাপরিচালক ছিলেন। রংপুরে ৬৬ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি ও এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মোহাম্মদ কামরুল হাসানকে লজিস্টিকস এরিয়ার (লগ এরিয়া) জিওসি করা হয়েছে। আগের লগ এরিয়া কমান্ডার মেজর জেনারেল মোস্তাগৌসুর রহমান সেনাবাহিনী থেকে অবসরে গেছেন।সূত্রের খবর, মাথার উপরে হাত রাখা অফিসাররা সরে যাওয়ায় চাকরি হারানোর ভয়ে ডিগবাজি খেয়ে বিএনপি নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ শুরু করে দিয়েছেন তারা। এমনকি বিএনপিতে থাকা প্রাক্তন সেনা কর্তাদের ধরে চাকরি বাঁচানোর মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন। যদিও বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামান দীর্ঘদিন বাদে বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ পাওয়ার পরে অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালানো বেশ কয়েকজন মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

২০২৪ সালের ৮ অগস্ট তদারকি সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব নেওয়ার পরেই বাংলাদেশের সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার উজ জামানকে সরাতে বড় ধরনের পরিকল্পনা করেছিলেন মুহাম্মদ ইউনূস। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআইয়ের এজেন্ট হিসাবে পরিচিত সেনা আধিকারিকদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন। পাক সেনা প্রধান আসিম মুনিরের প্রিয়পাত্র লেফটেন্যান্ট জেনারেল কামরুল হাসানকে প্রিন্সিপ্যাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) ও ফায়জুর রহমানকে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেল (কিউএমজি)হিসাবে নিয়োগ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, পাকিস্তানি ও জামায়াতে ঘনিষ্ঠ সেনা আধিকারিকদের বেছে বেছে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসানো হয়েছিল। উল্টোদিকে মুক্তিযুদ্ধের সমর্থক শীর্ষ সেনা আধিকারিকদের ফ্যাসিবাদের দোসর আখ্যা দিয়ে সরিয়ে দিয়েছিলেন। দেশত্যাগী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জমানায় গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করা দুই ডজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, মেজর জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ার জেনারেলকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছিলেন। বাংলাদেশের সেনা ঘাঁটিগুলিকে কার্যত জঙ্গি প্রশিক্ষণ শিবিরে পরিণত করা হয়েছিল। ওয়াকারকে সেনা প্রধানের পদ থেকে হটাতে ফায়জুরের নেতৃত্বে সেনা অভ্যুত্থানের চেষ্টাও হয়েছিল। কিন্তু সেনা গোয়েন্দা সূত্রে খবর পেয়েই তাকে গৃহবন্দি করা হয়।

ইউনূসের কাছে বার বার তার কামরুল হাসান ও ফায়জুর রহমানকে সরানোর অনুরোধ জানিয়েছিলেন সেনা প্রধান ওয়াকার। কিন্তু তাতে লাভ হয়নি। উল্টে বাংলাদেশ সেনাকে তালিবানি যোদ্ধা বাহিনীর আদলে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়েছিলেন ইউনূস। কিন্তু তারেক রহমান ক্ষমতায় আসার পরেই নাটকীয় পটপরিবর্তন ঘটে। বাংলাদেশ সেনাকে জামায়াতে তথা পাকিস্তানপ্রেমী মুক্ত করার পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়। গত রবিবার লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাইনুর রহমানকে আর্মি ট্রেনিং অ্যান্ড ডকট্রিন কমান্ড (আর্টডক) থেকে সদর দফতরের চিফ অব জেনারেল স্টাফ (সিজিএস) করা হয়। আর সেনাবাহিনীর ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি (জেনারেল অফিসার কমান্ডিং) মেজর জেনারেল মীর মুশফিকুর রহমানকে পদোন্নতি দিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার (পিএসও) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়। পিএসও হিসেবে দায়িত্ব পালন করে আসা লেফটেন্যান্ট জেনারেল এস এম কামরুল হাসানকে আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন (এএফডি) থেকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে বিদেশ মন্ত্রকে ন্যস্ত করা হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার (২৬ ফেব্রুয়ারি) ফের দ্বিতীয় দফায় সেনার শীর্ষ পর্যায়ে রদবদল করা হয়। মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী জামায়াতে ইসলামীর প্রিয়পাত্র হিসাবে পরিচিত ফায়জুরকে কোয়ার্টার মাস্টার জেনারেলের (কিউএমজি) পদ থেকে হটিয়ে গুরুত্বহীন করে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) কমান্ড্যান্ট পদে পাঠানো হয়েছে। তার জায়গায় নিয়ে আসা হয়েছে ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজের (এনডিসি) কমান্ড্যান্ট লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ শাহীনুল হককে। মিলিটারি ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির (এমআইএসটি) কমান্ড্যান্ট মেজর জেনারেল নাসিম পারভেজকেও সেনা থেকে সরিয়ে রাষ্ট্রদূত হিসাবে দায়িত্ব দিতে তার চাকরি বিদেশ মন্ত্রকে ন্যস্ত করা হয়েছে। তিনিও জামায়াতের পোষ্যপুত্র হিসাবে পরিচিত।

ভোটের আগে হুমায়ুন কবীরকে নিরাপত্তা শাহের মন্ত্রকের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পাচ্ছেন হুমায়ুন কবীর। ভোটের মুখে জনতা উন্নয়ন পার্টি সুপ্রিমোকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দেওয়া হবে। জানা গিয়েছে, ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দিচ্ছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের পরই কেন্দ্রের কাছে নিরাপত্তার আর্জি জানিয়েছিলেন জেইউপি দলের সুপ্রিমো। বিশিষ্ট মানুষরা এই নিরাপত্তা পেয়ে থাকেন। ভোটের আগে রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিভিন্ন ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়। ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরিতে নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা ১১। এখানে একজন-দুইজনের পরিবর্তে ২-৪ জন বিশেষ কমান্ডো থাকে। এবার সেই নিরাপত্তাই পেতে চলেছেন হুমায়ুন কবীর। সেই আবেদনের ভিত্তিতেই এবার হুমায়ুন কবীরকে বিশেষ নিরাপত্তা দিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। তৃণমূল থেকে সাসপেন্ড হওয়ার পর নতুন দল গঠন করেছেন হুমায়ুন কবীর। তারপর থেকেই তিনি দাবি করে আসছেন, যে কোনও সময় তাঁকে খুন করা হতে পারে। খুনের হুমকিও পাচ্ছেন বলে গুরুতর অভিযোগ তোলেন।

হুমায়ুন কবীরের অভিযোগ, তাঁকে খুনের সুপারি দিয়েছে বেলডাঙা থানার আইসি। গাড়ি নিয়ে বাইরে বেরাচ্ছেন, যেকোনও সময় খুন হয়ে যেতে পারেন। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার স্বার্থে জানুয়ারি মাসেই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন হুমায়ুন কবীর। মামলার শুনানি চলাকালীন প্রশ্ন ওঠে, নওশাদ সিদ্দিকী যদি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেতে পারেন, হুমায়ুন কবীর কেন পাবেন না।

কেন্দ্র এই বিষয়ে জানিয়েছিল, হুমায়ুন কবীর রাজ্য পুলিশের নিরাপত্তা পাচ্ছেন। তবে, বিধায়কের দাবি, পুলিশের নিরাপত্তা যথেষ্ট নয়। এমনকী, পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তিনি। পুলিশের নিরাপত্তা যথেষ্ঠ নয় বলে দাবি করেন তিনি।

এরপরই হাইকোর্ট নির্দেশ দেয়, দুই সপ্তাহের মধ্যে কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তা চেয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের কাছে আবেদন জানাতে হবে হুমায়ুন কবীরকে। হাইকোর্টের নির্দেশের পরই আবেদন করেন হুমায়ুন কবীর। তারপরই তাঁকে ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরির নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। ওয়াই প্লাস ক্যাটাগরি দেশজুড়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থার স্তর রয়েছে, যেমন এক্স, ওয়াই, জেড ইত্যাদি।

সিনেমার খবর

আমিশা প্যাটেলের নামে গ্রেফতারি পরোয়ানা, ‘সস্তা প্রচার’ বললেন অভিনেত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা রাজপাল যাদবের পর এবার আইনি জটিলতায় নাম জড়াল ‘গদর ২’ খ্যাত অভিনেত্রী আমিশা প্যাটেলের। ২০১৭ সালের একটি পুরোনো চেক জালিয়াতি ও চুক্তি ভঙ্গের মামলায় মোরাদাবাদ আদালত আমিশার বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করেছে। বারবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আদালতে হাজিরা না দেওয়ায় এই কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

ঘটনাটি ২০১৭ সালের নভেম্বর মাসের। অভিযোগকারী ইভেন্ট অর্গানাইজার পবন ভার্মার দাবি, একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে পারফর্ম করার জন্য আমিশা প্যাটেলকে ১৪ লাখ ৫০ হাজার টাকা অগ্রিম প্রদান করা হয়েছিল। পাশাপাশি তার থাকা-খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। কিন্তু অভিযোগ, অভিনেত্রী শেষ মুহূর্তে অনুষ্ঠানে উপস্থিত হননি। পরবর্তীতে টাকা ফেরত দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিলেও পবন ভার্মার দাবি অনুযায়ী, আমিশা নগদে ১০ লাখ টাকা ফেরত দেন। তবে বাকি সাড়ে ৪ লাখ টাকার যে চেকটি তিনি দিয়েছিলেন, সেটি ব্যাংকে জমা দিতে গেলে বাউন্স করে। এই অভিযোগেই আদালতের দ্বারস্থ হন পবন।

গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির খবর ছড়িয়ে পড়তেই নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে একটি দীর্ঘ বিবৃতি দিয়েছেন আমিশা। তিনি পুরো বিষয়টিকেই ‘ভিত্তিহীন’ এবং ‘সস্তা প্রচার পাওয়ার চেষ্টা’ বলে অভিহিত করেছেন।

আমিশা তার বিবৃতিতে বলেন, এটি অনেক পুরোনো একটি বিষয়। পবন ভার্মা নামক ওই ব্যক্তি অনেক বছর আগেই একটি সেটেলমেন্ট ডিড সই করেছিলেন এবং চুক্তিমতো সমস্ত টাকা বুঝে পেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি মিথ্যা অভিযোগ এনে মামলা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমার আইনজীবীরা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রতারণার পাল্টা মামলা শুরু করছেন। আমি এই ধরনের মিথ্যাচারের চেয়ে নিজের কাজেই বেশি মনোযোগ দিতে চাই।

বারবার সমন পাঠানো সত্ত্বেও আদালতে উপস্থিত না হওয়ায় আদালত তার ওপর ক্ষুব্ধ। আদালতের মতে, আইনি প্রক্রিয়াকে অবজ্ঞা করার কারণেই এই জামিন অযোগ্য পরোয়ানা জারি করা হয়েছে। বর্তমানে অভিনেত্রী তার আইনজীবীদের মাধ্যমে এই আইনি লড়াই চালিয়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

বিশ্বকাপের আগে মুম্বাইতে ভক্তের সঙ্গে যা করলেন বিরাট-আনুশকা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

জনপ্রিয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা আপাতত ভারত ছেড়ে যুক্তরাজ্যেই ঘর পেতেছেন। তারা চান তাদের দুই সন্তান ভামিকা ও অকায়কে আর পাঁচটা শিশুর মতো করেই বড় করার। যাতে মা-বাবার খ্যাতি তাদের ওপর কোনো প্রভাব ফেলতে না পারে। তাই লন্ডনেই ঘরবাঁধা। এর আগে বড়দিনের ছুটি কাটাতে এ তারকা দম্পতি শহরে এসেছিলেন। জানা গেছে, আলিবাগে তারা বিশাল একটা বিলাসবহুল সম্পত্তি কিনেছেন। এরপর তারা নববর্ষের ছুটি কাটান দুবাই যান। সেখানে তারা ট্যুরিজম অ্যাম্বাসেডর হিসেবে একটি বিজ্ঞাপনের শুট করেন।

এবার ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু হতে না হতেই বিরাট ও আনুশকা মুম্বাই ফিরে এসেছেন। যদিও দলের অংশ নন বিরাট। তবে দেশে ফিরে তাকে ব্যক্তিগত ও পেশাদার প্রতিশ্রুতি পালন করতে দেখা গেছে। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী আনুশকা শর্মাও। আর তারই মাঝে ক্যাজুয়াল পোশাকে আনুশকা ও বিরাটকে নিজের ভক্তদের সঙ্গে পোজ দিতে দেখা গেল।

বিরাট কোহলি প্যাস্টেল রঙের পোশাক পরেছিলেন। অন্যদিকে অভিনেত্রী আনুশকা শর্মার গায়ে ছিল গোলাপি ও সবুজ রঙের ব্লক প্রিন্টের শার্ট, যা তিনি লেসের ট্যাংক টপ আর ফ্লেয়ার্ড জিন্সের সঙ্গে পেয়ার আপ করেছিলেন।

বিরাট ও আনুশকা পালাক্রমে এক ভক্তের সঙ্গে ছবি তুলেছেন, যিনি পরে সামাজিক মাধ্যমে সেই বিশেষ মুহূর্তটি শেয়ার করে নিয়েছেন। লিখেছেন— ‘এবং আজ... আমি সেই ব্যক্তির সামনে দাঁড়িয়েছিলাম, যিনি আমাকে না জেনেও আমার জীবনকে রূপ দিয়েছেন। আমি তাকে ধন্যবাদ জানাই— কেবল রানের জন্য নয়, কেবল ট্রফির জন্য নয়; বরং বিরাট কোহলি হিসেবে বিদ্যমান থাকার জন্য। পুরো প্রজন্মকে ফিটনেস, আবেগ, তীব্রতা এবং কখনো পিছু হটতে না পারার প্রতি বিশ্বাস রাখতে অনুপ্রাণিত করার জন্য। এবং যখন আমি তাকে সামনে পেয়ে আলিঙ্গনের কথা বলি, তখন সে সঙ্গে সঙ্গে ‘হ্যাঁ’ বলে। সেই আলিঙ্গন কেবল শারীরিক ছিল না— এটি আমার ভেতরের ছোট্ট ক্রিকেটারটিকে সুস্থ করে তুলেছিল। আমার দেয়ালে তার ছবি লাগানো থেকে শুরু করে... অবশেষে তার পাশে দাঁড়ানো পর্যন্ত। জীবন সত্যিই পূর্ণ বৃত্তে আসে। চিরকৃতজ্ঞ। চির অনুপ্রাণিত।’

বাবাকে নিয়ে হাসপাতালে সালমান

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

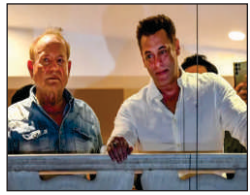

বলিউডের ভাইজান সালমান খানের সময়টা মোটেও ভালো যাচ্ছে না। একদিকে বিষ্ণোই গ্যাংয়ের প্রাণনাশের হুমকি আর নিরাপত্তা বলয়, অন্যদিকে পরিবারের প্রধান অভিভাবক সেলিম খানের অসুস্থতা সব মিলিয়ে দুশ্চিন্তার কালো মেঘ জমেছে খান পরিবারে।

এবার বার্ধক্যজনিত সমস্যার কারণে অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রখ্যাত চিত্রনাট্যকার সেলিম খান। হঠাৎ শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় প্রবীণ এই চিত্রনাট্যকারকে তড়িঘড়ি মুম্বাইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে নিয়ে যান সালমান।

বান্দ্রার গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে অবস্থিত এই হাসপাতালেই বর্তমানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন সেলিম খান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, মূলত বয়সজনিত কারণেই তিনি অসুস্থ বোধ করছিলেন।

তবে পরিবারের পক্ষ থেকে অসুস্থতার ধরণ নিয়ে বিস্তারিত এখনও কিছু জানানো হয়নি। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া একটি ভিডিওতে দেখা যায়, অত্যন্ত সাধারণ কালো টি-শার্ট ও প্যান্ট পরে কঠোর নিরাপত্তায় হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসছেন সালমান।

এ সময় উপস্থিত পাপারাজ্জিরা কথা বলার চেষ্টা করলেও কোনো উত্তর দেননি তিনি। বরং বেশ বিমর্ষ ও উদ্বিগ্ন মুখে দ্রুত গাড়িতে উঠে স্থান ত্যাগ করেন 'ভাইজান'। প্রিয় তারকার এমন বিমর্ষ চেহারা দেখে ভক্তদের মনেও উদ্বেগের রেখা দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য, গত বছর থেকেই সংকটে রয়েছে সালমান খানের পরিবার। ২০২৪ সালে বাড়িতে হামলার পর থেকে ক্রমাগত খুনের হুমকি পাচ্ছেন সালমান। এমনকি বাদ যাননি তার ভগ্নিপতি অভিনেতা আয়ুশ শর্মাও। এর মধ্যেই বাবার অসুস্থতা সালমানকে মানসিকভাবে বেশ চাপে ফেলেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে

জিম্বাবুয়েকে উড়িয়ে দেওয়ার পর ভারতের সামনে যে সমীকরণ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৬ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের দুই দলের দেখা মিলে গেছে। এবার বাকি আছে আরও দুই দল, আগামী ৪ ম্যাচ থেকে যা নির্ধারিত হয়ে যাবে। ১ নম্বর গ্রুপ থেকে ভারত আছে লড়াইয়ে, তাদের সামনে আছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। সেমিফাইনালে যেতে হলে মেলাতে হবে সমীকরণ।

সুপার এইটের গ্রুপ ১ এর হিসাবটা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা থেকে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে হেরে যাওয়ার পরই ভারত আশা দেখতে শুরু করেছে। কারণ এবার যে আর কোনো নেট রান রেটের মারপ্যাঁচ নেই, হিসাবটা একেবারে সোজা।

সুপার এইটে নিজেদের শেষ ম্যাচে ভারতের চাওয়া একটাই থাকবে, সেটা হলো জয়। গ্রুপ থেকে সেমিফাইনালে যেতে ভারতের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে যারা, সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজই তাদের প্রতিপক্ষ। তাই অন্য ম্যাচের দিকে তাকিয়ে থাকার আর কোনো দরকারই নেই।

ভারত আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ, দুই দলের পয়েন্টই সমান, ২ করে। যার ফলে শেষ ম্যাচে যে জিতবে, সেই দলই চলে যাবে সেমিফাইনালে। ম্যাচটা তাই কার্যত কোয়ার্টার ফাইনাল বনে গেছে।

তবে একটা বিপদ হতে পারে ভারতের। যদি কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে রোববার সন্ধ্যায় বৃষ্টি নামে ঝমঝমিয়ে, আর ম্যাচটা পরিত্যক্ত হয়।

কারণ নেট রান রেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজের চেয়ে ঢের পিছিয়ে আছে ভারত। ক্যারিবীয়দের নেট রান রেট যেখানে +১.৭৯১, সেখানে ভারতের নেট রান রেট -০.১০। যার ফলে শেষ ম্যাচটা কোনো কারণে বাতিল হয়ে গেলে কপাল পুড়বে ভারতের।

সেজন্যে স্বাগতিকরা চাইবে যে করেই হোক ম্যাচটা যেন মাঠে গড়ায়। আর নিজেরা খেলে ম্যাচটা জিততে পারে।

বিশ্বকাপ চলাকালীন আইপিএলে কোচিংয়ের প্রস্তাব পেলেন গম্ভীর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ চলাকালীনই ভারতীয় দলের হেড কোচ গৌতম গম্ভীরকে আইপিএলে কোচিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। খবর অনুযায়ী, রাজস্থান রয়্যালস তাকে এই প্রস্তাব দিয়েছে। তবে শোনা যাচ্ছে, গম্ভীর এই প্রস্তাবে রাজি নন।

'আজ তাক' জানিয়েছে, রাজস্থান রয়্যালসের নতুন মালিকরা গম্ভীরের সঙ্গে কথা বলেছেন। আইপিএলের নতুন মরশুমের আগে দলটির মালিকানা বদল হওয়ায়, অধিনায়ক থেকে কোচিং স্টাফ পর্যন্ত সবকিছুতেই পরিবর্তন এসেছে। রাজস্থান গম্ভীরকে দলের মেন্টর, সিইও বা পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়োগ দিতে চায়।

তবে আপাতত গম্ভীর ভারতের হেড কোচ হিসেবে থাকতে চান। তার বর্তমান চুক্তি ২০২৭ সাল পর্যন্ত বলবৎ আছে। ইতোমধ্যেই ভারতকে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতিয়ে কোচ হিসেবে তিনি সাফল্য দেখিয়েছেন।

চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের এক ম্যাচ বাকি থাকতেই তারা সুপার এইটে পৌঁছেছে। এরপর ২০২৭ সালে একদিনের বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত হবে। গম্ভীর ওই সময় পর্যন্ত ভারতীয় দলের কোচ হিসেবেই থাকতে চান। চুক্তি বাড়ানো না হলে, ২০২৭ সালের পরই তিনি আইপিএলের কোনো দলের কোচ হতে পারেন।

গৌতম গম্ভীর ভারতীয় দলের কোচ থাকাকালীন অন্য কোনো দলের কোচের দায়িত্ব নিতে পারবেন না। উল্লেখযোগ্য, তার আইপিএল রেকর্ডও চমৎকার। লখনৌ সুপার জায়ান্টসকে মেন্টর হিসেবে দু'বার প্লে-অফে পৌঁছে দিয়েছিলেন, যেখানে দু'বারই দল তৃতীয় স্থানে শেষ করেছে। এছাড়া কলকাতা নাইট রাইডার্সকে মেন্টর হিসেবে চ্যাম্পিয়ন করিয়েছেন। সেই কারণেই রাজস্থান রয়্যালস তার প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছে।

রমজানে ইংলিশ ফুটবলে থাকছে ইফতারের বিরতি

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে ইংল্যান্ডের শীর্ষ ফুটবল প্রতিযোগিতা প্রিমিয়ার লিগ ও ইংলিশ ফুটবল লিগে আগের ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই ম্যাচ চলাকালে সংক্ষিপ্ত ইফতার-বিরতির ব্যবস্থা থাকছে। এই সময় মুসলিম খেলোয়াড় ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা রোজা ভাঙার সুযোগ পাবেন।

রমজান মাসে মুসলমানরা সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত খাবার ও পানীয় গ্রহণ থেকে বিরত থাকেন। যুক্তরাজ্যে এ সময় সূর্যাস্ত সাধারণত বিকেল ৫টা থেকে সন্ধ্যা ৭টার মধ্যে হওয়ায় নির্দিষ্ট কিক-অফের ম্যাচগুলোতে বিরতির প্রয়োজন হতে পারে বিশেষ করে শনিবার সন্ধ্যা ৫টা ৩০ মিনিট ও রোববার বিকেল ৪টা ৩০ মিনিটের খেলাগুলোতে।

লিগ কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী, ম্যাচের মাঝপথে খেলা আনুষ্ঠানিকভাবে থামানো হবে না। বরং স্বাভাবিক বিরতি- যেমন গোলকিক, ফ্রি-কিক বা থ্রো-ইনের সময় কাজে লাগিয়ে ক্লাব অধিনায়ক ও ম্যাচ অফিসিয়ালরা ইফতারের সুযোগ করে দেবেন। এ বিরতি কোনোভাবেই কৌশলগত টাইম-আউট বা দলীয় ড্রিঙ্কস ব্রেক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না।

ম্যাচ শুরুর আগে দুই দল ও ম্যাচ কর্মকর্তারা আলোচনা করে নেবেন বিরতির প্রয়োজন আছে কি না এবং আনুমানিক কখন সেই সুযোগ তৈরি করা হতে পারে।

উল্লেখ্য, ২০২১ সালে প্রথমবারের মতো প্রিমিয়ার লিগে আনুষ্ঠানিকভাবে এই উদ্যোগ চালু হয়। সে বছর এপ্রিল মাসে লিস্টার সিটি ও ক্রিস্টাল প্যালেসের মধ্যকার ম্যাচে মাঠেই ইফতার-বিরতির নজির তৈরি হয়েছিল।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR